The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

খলিল মুতরানের বৈচিত্র্যময় কাব্য

[Diversity in Khalil Mutran's Poetry]

Dr. S. M. Abdus Salam
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Md. Manirozzaman
Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 29 July 2024
Received in revised: 2 March 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Acquaintance with the Poet, Diversity in Mutran's poetry, Romanticism in Mutran's poetry, Different purposes in Mutran's poetry.

ABSTRACT

Khalil Mutran, a prominent figure in Arabic literature, is celebrated for his diverse poetry, reflecting a multifaceted exploration of themes, styles, and emotions. Born in 1872 in Lebanon and later settling in Egypt, Mutran's poetry resonates with a deep understanding of human experiences and societal nuances. His verses span a wide spectrum of subjects, from love and longing to politics, spirituality and existential contemplation. Through his words, Mutran delves into the complexities of identity, the passage of time and the human condition, offering profound insights into life's intricacies. Mutran's poetic style is characterized by its versatility and innovation. He masterfully employs various forms and techniques, including traditional Arabic meters and free verse, to convey his message with elegance and depth. His language is imbued with vivid imagery, metaphor and symbolism, inviting readers to embark on a journey of introspection and discovery. Furthermore, Mutran's poetry mirrors the diversity of the Arab world, encapsulating the region's cultural richness and historical legacy while addressing contemporary issues. Whether celebrating nature's beauty, lamenting the plight of the marginalized, or questioning existence's nature, Mutran's poetry remains relevant and poignant across generations. In conclusion, Khalil Mutran's diverse poetry stands as a testament to his literary genius and enduring relevance. Through his exploration of myriad themes and innovative stylistic approaches, Mutran continues to captivate readers with his profound insights and timeless wisdom, solidifying his place as a luminary in the pantheon of Arabic literature.

ভূমিকা: আধুনিক আরবী সাহিত্যের শুরুটা হয় ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে। এ অভিযাত্রায় দিকপালের ভূমিকা পালন করেন কবি খালিল মুতরান। আজীবন অবগাহন করেন আরবী সাহিত্য-সরোবরে। আরবী কাব্য আধুনিকায়নে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর কিছু কবিতায় প্রাচীন কাব্যরীতির অনুকরণ পরিদৃষ্ট হলেও মূলত তিনি সমন্বয় করেছেন প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যরীতির মাঝে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করেন। কবিতার বিষয়বস্তু, কাঠামো ও পরিগঠনে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াস পান। তার জীবনের বড় অংশ অতিবাহিত হয় সাংবাদিক হিসেবে। তিনি সাংবাদিকতায় উৎকর্ষ সাধন করেন। কিন্তু তার কাব্যপ্রতিভা এতটা শক্তিমান ছিল যে, তা ছাপিয়ে যায় অন্যসকল পরিচয়কে। প্রাধান্য বিস্তার করে কবি পরিচয়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মিশ্রণে রচনা করেন নবধারার কবিতা। সাধারণত প্রাচীন কবিগণ একটি কবিতায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করতেন। কিন্তু তিনি বিষয়বস্তুর অখণ্ডতা বজায় রেখে কবিতা রচনার ধারা সৃষ্টি করেন। কাহিনীকাব্য তার অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি আরবী কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারা প্রবিষ্ট করেন। কবি ব্যক্তি ও প্রকৃতিকে একই বৈশিষ্ট্যে একাকার করে ভাবতেন এবং সে ভাবনা ফুটিয়ে তুলতেন কবিতার ছত্রে ছত্রে। তিনি জীবন থেকে কবিতার বিষয়বস্তু গ্রহণ করতেন। কবি প্রেম ও রোমান্টিকতাকে কবিতার পরতে পরতে অনুপ্রবেশ করান। তার দিওয়ানের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম ও রোমান্টিক কবিতা।

কবি পরিচিতি: কবি খালিল মুতরান ১৮৭২ সালে লেবাননের প্রসিদ্ধ শহর বা'লাবাকের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুহু মুতরান বিকা'। তিনি উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ভূমিপুত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা আরব বংশোদ্ভূত গাস্সান গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। এ বংশের পূর্বপুরুষেরা ইয়েমেনের আযদ গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। মা'রাব বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর তারা ইয়েমেন থেকে হিজাযে গমন করেন এবং তিহামা নামক স্থানে অবস্থিত গাস্সান

নামক ঝর্ণার নিকট বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর সেখান থেকে হিজরত করে শামে গিয়ে স্থায়ী নিবাস গড়েন।[১] কবির মাতার নাম মালিকা সাব্বাগ। তিনি ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত। এ মহিয়সী রমণীর দাদার সাথে আক্কা অঞ্চলের শাসকের বিবাদ সূত্রে তাঁর দাদা লেবানন গমন করেন। মালিকা সাব্বাগ একজন সংস্কৃতিমনা নারী, যিনি কবিতা আবৃত্তিতে পারঙ্গম ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: খালিল মুতরান যাহলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তার প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। সেখানে তিনি গণিতের সূত্র ও বিশুদ্ধ রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর বৈরূতের একটি বিশপ স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শায়খ খলিল আল ইয়াযিজী (১৮৫৬-১৮৮৯) ও তাঁর সহোদর ইবরাহিম আল ইয়াযিজী (১৮৪৭-১৯০৬) এর মতো প্রথিতযশা পণ্ডিতদের জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে গভীর জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তাঁর জনৈক শিক্ষক এবং শায়খ আব্দুল্লাহ সুবায়ী-এর সাথে আরবী ভাষায় সম্প্রতি ব্যবহৃত বিদেশী ভাষার জন্য নতুন আরবী তৈরি করা নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কবি খলিল মুতরান শিক্ষকের পক্ষ নেন। জোরালো যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করেন।[২]

মুতরানের কাব্যচর্চা: খালিলের পিতা চাইতেন না তার ছেলে কবিতার মতো অলাভজনক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, তাই তিনি ছেলেকে কাব্যচর্চা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তিনি বলতেন, 'ছেলে আমার, এ শিল্পের চর্চা করো না। কেননা, কোনো কবির গায়ে জামা থাকতে দেখিনি'।[৩] তথাপি খলিল কবিতা চর্চাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। মূলত শৈশবকাল থেকেই মুতরানের মাঝে কাব্যপ্রতিভার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রফেসর আলবি (জ. ১৯৪৮) এর 'মুতরান বা'লাবাক' বিষয়ক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, মুতরানের বয়স যখন আট বছর তখন তিনি বোনের সাথে ঘুমাতেন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ইবনুল ফারিদ (১১৮১-১২৩৫), আবূ তাম্মাম (৮০৩-৮৪৫), বুহতরী (৮২০-৮৯৭) এর কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবির বোন ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় পিতার নিকট অভিযোগ করলে পিতা তাকে শাঁসিয়ে বলেন, গরিব হতে চাইলে কবি হও, বাদ্য বাজাও। প্রত্যুত্তরে মুতরান বলেন- বাবা, বিষয়টি আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। বরং এটি ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতনেই হয়ে থাকে।[৪] মুতরান বিশপ স্কুলে অধ্যয়নকালে সাড়াজাগানো এক বিপ্লবী কবিতা রচনা করেন, যার শিরোনাম হলো "মা'রিকাতু ইয়্যানা"- নিজেদের সাথে যুদ্ধ। কবিতাটি দু'দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত কবিতায় প্রাচীন রীতির অনুসরণ না করে এক নতুন রীতির অনুসরণ করা হয়। এজন্য তাঁকে নিজ শিক্ষকমণ্ডলী ও সমালোচকদের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। অভিনব রীতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ইবরাহীম আল ইয়াযিজী কবিকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি তাঁর কবিতায় নেপোলিয়নের নাম 'নাবিলিউন' ব্যবহার করেন? জবাবে মুতরান তার নতুন কাব্যরীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, 'আমাদের কবিতা বলার রীতি প্রাচীন আরবদের কবিতা রচনার রীতির মতো হওয়া অপরিহার্য নয়। বরং তাদের যুগ তাদের; আর আমাদের যুগ আমাদের। তাদের সাহিত্য, স্বভাব, মেজাজ. প্রয়োজন ও জ্ঞান তাদের মতো। আমাদের সাহিত্য, স্বভাব, মেজাজ, প্রয়োজন ও জ্ঞান আমাদের মতো। কাজেই আমাদের কাব্য আমাদের ভাবনা ও অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের ভাবনা ও অনুভূতির নয়'।[৫] দ্বিতীয়ত তার কবিতার বিষয়বস্তু সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনীতি ও সমাজ-দর্শন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কবি তুর্কী সুলতান আব্দুল হামিদের শাসন-নীতির সমালোচনা করেন এবং জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক নিপীড়ন প্রতিরোধের কথা বলেন।

কবি বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে লেবাননের পাহাড়ের চূড়ায় বসে উসমানী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবী সংগীত মার্সেলিজ গাইতেন, যা তৎকালীন সময় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামীশ্রেণির কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তাঁর এমন কার্যাবলীকে তুর্কী সুলতানের গোয়েন্দারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য মুতরানকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে সরকার তাকে মুক্তি দিলেও নানাভাবে নজরদারিতে রাখে। এতে কবির জীবন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। আর সেজন্য ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি জমান সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র প্যারিসে। এখানে তিনি সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে আসেন এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করেন।[৬] তখন প্যারিসে তিন শ্রেণির সাহিত্যধারা প্রচলিত ছিল। এক. বার্নাসীধারা - এ ধারার সমর্থকদের মতে, কবিতাই শেষকথা, শিল্পের জন্য শিল্প, সৌন্দর্য সৃষ্টি বা প্রকৃতি হতে সুন্দর আহরণই সাহিত্যের কাজ। তাতে কোনোরূপ নৈতিকতা রক্ষার বিষয় অপ্রধান। দুই. সিম্বলিকধারা- এ ধারার অগ্রজ হলেন স্ট্যাপেন মালার্মি (১৮৪২-১৮৯৮)। এ গোষ্ঠীর মতে, রঙ, ঘ্রাণ ও আওয়াজ পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ একক-সূর সৃষ্টি করে। এ মতের অনুসারীদের নিকট কাব্যে সুর ও শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। তারা কাব্যে ক্ষীণ আবরণে তাত্ত্বিকতাকে আবৃত রাখেন এবং মনের গহীনে স্বপ্নচারী হয়ে ওঠেন। তিন. রোমান্টিকধারা- এ ধারার অনুসারীদের মতে, সাহিত্য সত্তার বিবরণ দান করে, এখানে নীতি নৈতিকতা প্রধান, বুদ্ধি নয়। সাহিত্যে অতীতের কথা বা বর্তমানে ছড়িয়ে থাকা নানা উপাদানকে ঘিরে কল্পনার ফানুস উড়ে। মুতরান তিন শ্রেণির সাথেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যধারায় রোমান্টিকতারই প্রতিফলন ঘটে।[৭]

প্যারিসে থাকাবস্থায় অটোমান গোয়েন্দারা মুতরানের জীবনকে বিষিয়ে তোলেন। তারা কবির স্বাভাবিক জীবনযাপনে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কবি ও তার সহপাঠী দু'বন্ধু-সাকীব আরসালান ও ইলয়াস সালিহ কবিতা রচনা করতেন। একদিন মুতরান স্বাধীনতা বিষয়ে কবিতা লিখেন। তুর্কী সরকারের গোয়েন্দারা এজন্য মুতরানকে টার্গেট করেন এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে শয়নকক্ষে গুলি ছোঁড়েন। কিন্তু তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তারা ভেবেছিল, মুতরান বিছানায় আছেন। কিন্তু কবি সেদিন

কক্ষে ছিলেন না। তাই প্রাণে বেঁচে যান। গ্রীষ্মের একরাতে তিনি কক্ষে ফিরে দেখেন, তার খাটে গুলির ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। বুঝতে বাকী নেই যে, এটি একটি হত্যাচেষ্টা। পথ খোঁজেন মুক্তবাতাসের, স্বাধীন জীবনযাপনের। প্যারিসকে তিনি আর নিরাপদ ভাবছেন না। তাই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি জমান মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।[৮]

সাংবাদিকতায় মুতরান: মিসরে ফিরে এসে কবি বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটান। তিনি কাব্য ও নাটক রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন। আল-আহরাম পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সেলিম তকলা (১৮৪৯-১৮৯২) এর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করে সুধীমহলে পরিচিতি লাভ করেন। সেলিম তকলার সহোদর বাশারাত তকলা (১৮৫২-১৯০১) তার সাহিত্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আল-আহরাম পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এ সময় আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) এর মতো বিজ্ঞ কবিও তার সান্নিধ্যে থেকে ছন্দবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে '*আল মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ*' নামক ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি *আল জাওয়াইবুল মিসরিয়্যাহ* নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৯]

রাষ্ট্রীয় পদ ও স্বীকৃতি: মিসর সরকার তাকে 'আল জাম'ইয়্যাতুল মিসরিয়্যাহ আল মালাকিয়্যাহ' কৃষি সংস্থায় সহকারী সচিব হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। মিসর সরকার তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক সম্মাননা সভার আয়োজন করে। সভাটি সরাসরি দ্বিতীয় খেদিভ আব্বাস (১৮৭৪-১৯৪৪) এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানকে তৎকালীন সময়ে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাহিত্য আয়োজন মনে করা হতো। অনুরূপ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কবির সম্মানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিকে 'শা'ইরুল কুতারাইন' বা দু'ভূখণ্ডের কবি ও 'শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়্যাহ' বা আরব ভূখণ্ডের কবি খেতাবে ভূষিত করা হয়।[১০] বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ড. ত্বহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) কবি মুতরান সম্পর্কে বলেন, 'আপনি কবিগুরু, প্রাচীনপন্থীদের শিখিয়েছেন কি করে চিন্তাধারা উন্নত করতে হয়। আধুনিক চিন্তকদের শিখিয়েছেন কিভাবে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হয়। আপনি এদেরকে ও ওদেরকে শিখিয়েছেন যে, শিল্প স্বাধীন বিষয়, যা পরাধীনতা জানে না'।[১১]

মৃত্যু: খালিল মুতরান গিঁটবাতে আক্রান্ত হয়ে ৩০ জুন, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পঙ্গু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

মুতরানের রচনাবলী: কবি বিশপ স্কুলে থাকাবস্থায় তাঁর রচিত 'মা'রিকাতু ইয়্যানা' (معركة إيانا-আমাদের নিজেদের সাথে যুদ্ধ) রচনা করেন। কবিতাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কবিতাটির রচনাশৈলীর ব্যাপারে সমালোচকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ এতে কবিতার এক নতুন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কবি তাঁর বক্তব্যকে সাহিত্য ও কাব্যের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা রাজনীতি ও সমাজ-দর্শন পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তুর্কী সুলতান আব্দুল হামিদ ছিলেন তুর্কী সালতানাতের ৩৪তম শাসক। জীবনকাল ১৮৪২-১৯১৮ সাল। শাসনকাল স্থিত ছিল ১৮৭৬-১৯০৮ সাল পর্যন্ত। উল্লিখিত কবিতায় কবি তাঁর শাসননীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক নিপীড়ন প্রতিরোধের আহবান জানান।[১৩] এই কবিতা রচনার অপরাধে সুলতানের লোকেরা তাঁকে নানারকম হয়রানি করে। ফলে ১৮৯০ সালে দেশত্যাগ করে প্যারিসে পাড়ি জমান। ঐ সময় ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। বিশেষ করে ফরাসি রোমান্টিসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন।[১৪] পরবর্তীতে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নির্ধারণে এটি দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় 'লিসানুল হাল' পত্রিকায়।[১৫] এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর কবিতা চর্চা অব্যাহত থাকে। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ "মিরআতুল আয়্যাম" দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন। শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) এর বেশকিছু নাটকও তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন। ১৯০৮ সালে কবির প্রথম কবিতা সংকলন 'দীওয়ানুল খলিল' প্রকাশিত হয়।[১৬] এতে কবির ঐ সময় পর্যন্ত রচিত কবিতাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট তিন খণ্ড চল্লিশ বছর পর ১৯৪৮-৪৯ সনে প্রকাশিত হয়।

মুতরানের কাব্যে বৈচিত্র্য

মুতরানের কবিতার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রোমান্টিকতা। তিনি প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ, মানবাধিকার, মানবিকতা, নারীর অধিকার, স্বদেশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।

রোমান্টিক কাব্য: ফরাসি সফরের মাধ্যমে খালিল মুতরানের মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খালিল মুতরান ফরাসি সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সেখানকার মানুষদের অনুভূতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর অন্তঃকরণে গভীরভাবে গেঁথে যায়। কিন্তু সেগুলো তিনি নিজস্ব আবেগ, কল্পনা ও অনুভূতির আলোকে আরবী কাব্যসাহিত্যের রীতি-নীতি অনুসরণ করে ব্যক্ত করেছেন। সে সময় রোমান্টিসিজম ফরাসি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছিল। চরম উৎকর্ষে থাকা ফরাসি রোমান্টিসিজমের অনুসরণে কবির কাব্য রচনার কারণে রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য, অনুভূতি ও বর্ণনাভঙ্গি স্বভাবতই আরবী সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের সূত্রপাত ঘটায়। যদিও প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ধারার রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্যও তাঁর কাব্যকলায় পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকাংশেই তারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

মুতরানের রোমান্টিক জীবন

১৮৯৭ সালে মুতরান একদিন কায়রোর একটি পার্কে ঘুরতে যান। পার্কে একজন তরুণীকে মৌমাছি দংশন করে। কবি তরুণীর কাছে যান এবং তাকে সেরে উঠতে সহযোগিতা করেন। প্রথম দর্শনেই কবি তরুণীটির প্রেমে পড়েন। এ সাক্ষাতের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে গভীর প্রণয় তৈরি হয়। গোপনে দু'জন মিলিত হতেন, কেউ টের পেতো না। বন্ধুদের কেউ একজন তাদের প্রেমের কথা ফাঁস করে দিলে তরুণীটি দুঃখ পান। একদা তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সিদ্ধান্তে তাকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘকাল দুজনের মাঝে দেখা নেই। তথাপি তাদের ভালোবাসা একটুও কমেনি। কবির এক বাল্যবন্ধু সংবাদ দেন যে, মেয়েটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তারও কিছুদিন পর জানতে পারেন, মেয়েটি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। কবি ভেঙে পড়েন, অঝোরে কান্না করেন। অতঃপর সারাটি জীবন প্রেমিকার বিচ্ছেদের যাতনা নিয়ে কাটিয়ে দেন। তাঁর অবর্তমানে হৃদয়ের মনিকোঠায় আর কাউকে স্থান দিতে পারেননি। তাই চিরকুমার থেকে গেছেন।[১৭] কবি তার প্রেমের কাহিনী গোপন রাখতে চেয়েছেন। কেননা, তাদের সম্পর্কের বিষয় জানাজানি হলে প্রেমিকা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। যেমন কবি **هو أنت** কবিতায় বলেন-[১৮]

يا منى القلب ونور ال * عين مـذ كنت وكنت
لم أشـــأ أن يعلم النا * س بما صنت وصنت
ولما حـــاذرت من فط * نتهـــم فينا فـــطنت
إن ليلاى وهنـــــدي * وسـعادى من ظننت
تـــكثر الأسمـــاء ل * كن المسمى هو أنت

'ওহে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও চোখের আলো,
যবে থেকে তুমি ছিলে, আমিও ছিলাম।
আমি চাইনি মানুষ জানুক,
আমি আমি করেছি, তুমিও করেছো।
কিন্তু যখন তাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সতর্ক হলাম,
তারা আমাদের সম্পর্কে বুঝে ফেলল।
আমার লায়লা, আমার হিন্দ, আমার সু'আদ -
যাকে আমি ভেবেছি,
নামের বৈচিত্র্য অনেক,
কিন্তু যার কথা বলা হচ্ছে, সে শুধুই তুমি! '

প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার বিবরণ দিতে গিয়ে কবি **حكاية عاشقين** কবিতায় লিখেন-[১৯]

وكم عرضت لي غانيات فعفتها * وصنت ضميرى واللسان المشببا
وكم بلـــد وافـــيته مـــتلهيا * فغـــادرته أدمـــى فؤادا وأكابا
وما زال هذا الحب في مـــؤبدا * مكينا نبت عنه الســنون وما نبا

'কত যে সুন্দরীরা আমাকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু আমি তাদের এড়িয়েছি,
আমার অন্তরকে পবিত্র রেখেছি, এবং জিহ্বাকে সংযত করেছি।
কত যে নগরে গিয়েছি আনন্দের খোঁজে,
কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেছি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে, বেদনার ভারে ক্লান্ত।
এ প্রেম তো চিরস্থায়ী, অবিচল,
বছর গিয়েছে, তবু এটি কখনো বদলায়নি, কখনো বিচলিত হয়নি।'

একদা প্রেয়সী কবিকে বললেন, আচ্ছা বলতো নারীকে কোন রঙের পোশাকে সুন্দরী দেখায়? সাদা না কালো। কবি কোনো রঙকে প্রাধান্য দিলেন না। কারণ, প্রিয়সীকে সাদা পোশাকে প্রভাতের সূর্যের মতো দেখায় এবং কালো পোশাকে রাতের আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতো দেখায়। কবির ভাষায়-[২০]

إذا ما ترديـت البياض لتنجلي * فكالشمس يجلوها الصباح لتسطعا
وان تؤثري سود المطارف ملبسا * فكالبـــدر يختار الـليالي مطلـــعا

'যদি তুমি শুভ্র বসন পরো যেন উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দাও,
তবে তুমি সেই সূর্য্যের মতো, যাকে সকাল আলোয় ভাসিয়ে তোলে।
আর যদি তুমি কালো পোশাক বেছে নাও,
তবে তুমি পূর্ণিমার চাঁদের মতো, যে রাতকেই তার উদয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়।'

কবি রাত্রিনিশিতে প্রেয়সীর সাক্ষাতে যেতেন, যেন পশুপক্ষি টের না পায়। কিন্তু তাদের কোনো এক বন্ধু তাদের প্রেমে বাঁধ সাধে। সে পরশ্রীকাতর হয়ে প্রেয়সীর নিকট কবির নামে কুৎসা রটায়। প্রেয়সীর নিকট এ কথা পৌঁছামাত্র সে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তারপর উভয়ের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়ন লক্ষ্য করা যায়। যখন সে চিকিৎসার জন্য সিরিয়ায় চলে যায়, কবি তার বিরহে দ্বারে দ্বারে বিলাপ করেন। বন্ধুদের আহ্বান করেন তার সাথে বিলাপ করতে। কবি বলেন-[২১]

فيا وردتي ما ذا أحالـــك جمرة * ويا جنتي ما ذا أصـــــارك نارا؟
جزى الله إخوانا وشوا بي عندها * فكانوا لـــــسعدى حين تم عثارا
يسرون لي شرا ويبـــــدون رأفة * أكانوا إذن يـبغون عندي ثارا؟

'হে আমার গোলাপ, কীভাবে তুমি অগ্নিশিখায় রূপ নিলে?
হে আমার স্বর্গ, কীভাবে তুমি দাহনে পরিণত হলে?
আল্লাহ তাদের প্রতিদান দিন, যারা তার কাছে আমার নামে অভিযোগ করল,
তারা তো আমার সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।
অন্তরে তারা আমার জন্য কেবল অনিষ্টই চেয়েছে, অথচ বাইরে দেখিয়েছে সহানুভূতি।
তবে কি তারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল আমার কাছ থেকে?'

কল্পনা: মুতরানের কবিতায় বিরল কল্পনাপ্রবণতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তিনি নিজের কবিতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। 'আল মাসা' (المساء-সন্ধ্যা) কবিতায় কবি কল্পনা করেছেন যেন অস্তায়মান সূর্য ও সান্ধ্য-আকাশ দুর্ভাগ্য ও হতাশার সময় তাঁর ক্রন্দন ও আর্তনাদে সহযোগী হয়েছে। যেখানে কবি নিজস্ব চিন্তা ও মনোযোগকে তাঁর প্রেমিকার প্রতি নিবদ্ধ করেছেন। বিশ্বজগত থেকে আলাদা হয়ে তিনি প্রকৃতিমুখী হয়েছেন।[২২] তিনি বলেন[২৩]

متفرد بصـــــبابـــتي، مـــــتفرد * بكآبـتي، مـــــتفرد بعنائي
شاك إلي البحر اضطرب خواطري * فيجـيبني برياحـــــه الهوجاء
ثاو علي صخر أصم وليـــــت لي * قلبا كـهذي الصخرة الصماء
ينتابها مـــوج كمـــوج مـــكارهي * ويفتها كالـــسقم في أعضائي
والبحر خـــفاق الجـوانب ضائق * كمدا كصدري ساعة الإمساء

'আমি সমুদ্রে আমার অস্থির ভাবনাগুলো ব্যক্ত করি,
সে উত্তরে তার প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইয়ে দেয়।
আমি এক নির্বাক পাথরের ওপর বসে থাকি,
হায়, যদি আমার হৃদয়ও হতো এই নীরব পাথরের মতো!
তাকে তরঙ্গ আঘাত হানে, যেমন আমার ঘৃণার ঢেউ,
এবং সে ক্ষতবিক্ষত হয়, যেমন ব্যাধি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গ্রাস করে।
আর সমুদ্র-তার তীরগুলো চঞ্চল, বেদনাতে সংকীর্ণ,
ঠিক যেমন আমার বুক হয়ে ওঠে সংকুচিত সন্ধ্যার মুহূর্তে।'

কবি কাউকে না পেয়ে নিজের যন্ত্রণা ও কষ্টের সঙ্গী হিসেবে প্রকৃতিকে বাছাই করেছেন। অস্থির অন্তরের যাতনাকে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে তুলনা করে সান্ত্বনা খুঁজে ফিরেছেন। এটি আরবী কাব্যসাহিত্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

জাতীয়তাবোধঃ খলিল মুতরানের কবিতাসম্ভারের উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে অন্যায়-অনাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও অনড় অবস্থান স্পষ্ট। আরব বিশ্বে সিরীয়-লেবাননী কবিরাই প্রথম অটোমান সাম্রাজ্যের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে কলম হাতে বিদ্রোহ করেন। শাসকেরা এ জাতীয় তৎপরতাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মনে করেন। আর ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে কবি-সাহিত্যিকদেরকে লক্ষ্যে পরিণত করেন। যার কারণে এদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। কবি মুতরানও তাঁর জাতীয়তাবাদী কবিতার জন্য দেশত্যাগে বাধ্য হন।[২৪] আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, কবি মুতরান আরবী সাহিত্য ও তৎকালীন মিশরীয় তথা আরব সমাজের জন্য পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[২৫] কবির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অতিমাত্রায় বাকসংযম তাঁর মধ্যকার গাম্ভীর্যকে প্রকাশ করলেও তিনি কবিতার মাধ্যমে সমাজকে বস্তুনিষ্ঠ বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এটি কাব্যসমালোচকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[২৬] তিনি সমাজের মানুষের সুখের জন্য কবিতা রচনা করলেন-[২৭]

‘মানুষকে সঠিক পথ দেখায় সে, যে জ্ঞানের আলো ছড়ায়,	يرشد الـــناس بالبيان وبالق
কেবল প্রতিশ্রুতি বা ভীতিপ্রদর্শন দিয়ে নয়।	دوة لا بالـــوعود أو بالوعيد
যদি সে পথভ্রষ্টদের মতো চলত,	لو يجاري المضللين لألقي ال
তবে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সুখে জীবন কাটাতে পারত।	عبء عنه وعـاش جد سعيد
কিন্তু প্রকৃত সংস্কারক তো সে-ই,	إنما المصلح الأمـــين هو ال
যে ধৈর্য্যশীল, অবিচল, ভীরু নয়, দুর্বলও নয়।	صابر غير الواهي ولا الرعديد
সে বিনম্র, যার কাছে জীবন আনন্দদায়ক নয়,	قانت لا يلذه العيش مـــالم
যদি তা তাকে তার কাম্য লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।’	يـدنه من مـرامه المنـشود

দুঃখবেদনাঃ খলিল মুতরান তাঁর কবিতায় মানব জীবনের দুঃখ-কষ্টের চিত্র তুলে ধরেছেন। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বেদনাদায়ক ঘটনাবলীকে উপজীব্য করে কবিতার ছত্রে ছত্রে তার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যকার সময়ে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় কবি আর্থিক দৈন্যদশা ও কষ্টে নিপতিত হন। এই সময়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা **الأسد الباكي** রচনা করেন। কবিতায় কবির অন্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখ, কষ্ট ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেন-[২৮]

دعوتك اسـتشفي إليك فوافني * علي غير علم منك أنك لي آسي
فإن تريني والحزن ملء جـوانحي * أداريه، فليغررك بشري و أيناسي
وكم في فؤادي من جراح ثخينة * يحجبها برداي عـــن أعين الناس

‘তোমার কাছে আমি আরোগ্য চেয়েছি,
তুমি না জেনেই আমার নিরাময়কারী হয়ে উঠেছ।
যদি আমাকে দেখো, বিষাদে ভরে আছে আমার হৃদয়,
আমি তা লুকাই, তাই আমার হাসিমুখ ও কথাবার্তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।
আমার হৃদয়ে কত গভীর ক্ষত লুকিয়ে আছে,
যা আমার পোশাক ঢেকে রাখে, মানুষের দৃষ্টির আড়ালে।’

মানবতাবাদ ও মানবপ্রেমঃ আধুনিক যুগের কবিগণ কবিতার বিষয় হিসেবে মানবিকতা ও মানবসেবা অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সকল কবিদের মাঝে মুতরান ছিলেন অন্যতম একজন কবি। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি এটি প্রমাণ করেছেন। বিখ্যাত কবিতা ‘নিরুন’-এ আমরা তাকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। ‘রোম পুড়তে থাকলেও নির্বিকার শাসক নিরোর আপন শখ ও সুখ পূরণের’ বিষয়টি এতে তুলে ধরলেও মূলত তিনি আরবজাতির সাথে শাসকদের আচরণকেই বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন-[২৯]

فاز نيرون بأقصى ما أشتهى * محرقا روما ليـــــستبدع فكرا
شبت النار بها لـــــيلا وقد * رقدت أمتها وسني وســـكري
جمعت أقسام "روما" كلـــها * في جحيم تصهر الأجسام صهرا

‘নিরোন তার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে,

রোম জ্বালিয়ে দিয়ে নতুন চিন্তার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে।
রাতের আঁধারে সেখানে আগুন জ্বলে উঠল,
যখন তার জাতি গভীর নিদ্রায়, স্বপ্ন ও মদে বিভোর।
সে রোমের সমস্ত অংশকে একত্র করল,
এক দাহনে, যা দেহকে সম্পূর্ণ গলিয়ে দেয় আগুনের তাপে।'

স্বদেশপ্রেম: লেবাননের সবুজ ভূমিতে কবির জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে উঠা। দুর্দান্ত শৈশবের অসাধারণ স্মৃতিগুলো লেবাননের মাটির সাথেই মিশ্রিত। কিন্তু পরিণত বয়সে কবিকে স্বদেশ ও মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হয়। প্রবাসে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও কবি বারংবার নাড়ির টানে দেশে ফিরেছেন। শৈশব ও কৈশরের সুখময় স্মৃতিকে কবিতার ভাষায় উপলব্ধি করেছেন এবং মনের চোখ দিয়ে ফেলে আসা স্থানগুলো ভ্রমণ করেছেন। তিনি তিনি লিখেছেন[৩০]-

هم فجر الحـــياة بـالادبار * فإذا مـــــر فهي في الآثار
إيه ! آثار "بعلـــبك" سلام * بعد طول النوي و بعد المزار
خرب حارت الـــبرية فيها * فتنة السامــــعين و النظار
معجزات من البـــناء كبار * لأناس ملء الزمـــان كبار

'তারা ছিল জীবনের ভোর, কিন্তু বিলীন হয়ে গেছে,
আর যদি তারা কখনো ফিরে আসে, তবে কেবল স্মৃতির চিহ্ন হয়ে।
ওহে, বালাবক-এর স্মৃতিসমূহ,
দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর ও দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে, তোমাকে সালাম জানাই!
বিরান হয়ে গেছে, জনমানবশূন্য,
তবু এখনও বিমোহিত করে শ্রোতাদের ও দর্শকদের।
এগুলো মহাকাব্যিক নির্মাণের বিস্ময়,
যা এক মহান যুগের মহান মানুষের কীর্তি!'

নারীমুক্তি ও নারী অধিকার: মুতরান দেশ-বিদেশে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যে, শিক্ষিত মায়ের বিকল্প নেই। ইউরোপ নারী শিক্ষায় এগিয়ে থাকায় তাদের সমাজ এগিয়ে আছে। পক্ষান্তরে আরবের নারী সমাজ শিক্ষায় পিছিয়ে ছিলো। শিক্ষিত মা ছাড়া শিক্ষিত জাতি গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই কবি নারী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকরী এবং সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে নারী শিক্ষাকে অভিহিত করেন। তিনি বলেন[৩১]

وما أم جـــهل على برها - سوى آفة الحكم والحاكم
تزيغ خلائق أبـــــــنائها - بما زاغ من فكرها الواهم
إذا الأم أخطأها حـــظها - من العلم والأدب العاصم
غدا نسلها مربحا للعدى - وخسرا على الوطن الغارم

'অজ্ঞতার জননী, তার দয়ার অভাবে,
শাসন ও শাসকের দুর্নীতিই একমাত্র কারণ।
তার সন্তানদের স্বভাব বিপথে যায়,
যখন তার নিজস্ব চিন্তাধারা বিভ্রান্ত হয় ভ্রান্ত কল্পনায়।
যদি এক মা বঞ্চিত হয় জ্ঞান ও রক্ষাকারী শিক্ষার সৌভাগ্য থেকে,
তবে তার সন্তানরা পরের জন্য লাভজনক হয়ে ওঠে,
কিন্তু নিজের মাতৃভূমির জন্য এক ভয়ানক ক্ষতি।'

পরিসমাপ্তি: খালিল মুতরান আধুনিক আরবী কবিতার দিকপাল ছিলেন। প্রাচীন কাব্য-রীতির সাথে আধুনিক কাব্যধারার সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেন নতুন ধারার। প্রাচ্যের রোমান্টিকতার আমদানি করলেও তিনি সামাজিক দায় এড়াননি। তিনি যে বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর আলোকে স্পষ্ট হয়েছে। কবি প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি জুলুম,

অত্যাচার ও স্বাধীনতা বিষয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। সমাজের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন তিনি কবিতায় চিত্রিত করেছেন অনুরূপ মানুষের জীবনের বিভিন্ন অনুসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। তিনি ভাবের প্রকাশে শব্দ চয়ন ও অলংকারের ব্যবহারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আরবী কবিতার ইতিহাসে রোমান্টিক কবি হিসেবে করে নিয়েছেন অগ্রপথিকের স্থান। তাঁর বৈচিত্র্যময় কাব্যপ্রতিভার উপর কলা অনুষদ গবেষণা প্রজেক্টের অধীনে একটি গবেষণাকর্ম চলমান।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ড. মুহাম্মদ মানদূর, *মুহাদারাতুন 'আন খালীল মুতরান* (কায়রো: মুআসসাসাতু হিন্দাভী, ২০১৭), পৃ. ৮।

[২] ড. ইসমাঈল আদহাম, *মাজাল্লাতু আল-মুকতাতাফ*, জুন ১৯৩৯, পৃ. ৮৫।

[৩] *মাজাল্লাতু আল মুসাওয়ার*, ১৫ জুলাই, ১৯৪৯, সংখ্যা: ১২৯২, পৃ. ৮।

[৪] জামালুদ্দীন আল রামাদী, *খালীল মুতরান শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়্যাহ* (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৪), পৃ. ১৫।

[৫] ইসমাঈল আদহাম, প্রবন্ধ: *খালীল মুতরান শা'ইরুল আরাবিয়্যাহ আল-ইবদায়ী*, আল মুকতাতাফ, জুন ১৯৩৯ : ৩/৮৮।

[৬] *মুতরান শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১৯।

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১।

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।

[৯] হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বলিবিয়া প্রকাশনী), পৃ. ১০১৯-২০।

[১০] আহমদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রুল আরাবী আল হাদীস* (বৈরুত: মাকতাবাতু আননূর, ১৯৭১), পৃ. ১৯৫।

[১১] ড. সালিম আল মা'উশ, *ফিল আদাবিল হাদীস* (বেনগাজী: দারুল কুতুব আল ওয়াতানিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫০৩-৫১১।

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮।

[১৩] করিম মারওয়া, *আল আহরাম*, মে সংখ্যা, ২০১৪, সম্পাদক- মুহাম্মদ আব্দুল হাদী সাল্লাম, প্রতিষ্ঠা-১৮৭৫ সাল।

[১৪] ড. ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩)*, পৃ. ১৭২।

[১৫] লিসানুল হাল পত্রিকাটি খালিল সারকিস ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন।

[১৬] *আরব মনীষা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

[১৭] M.M. Badawi, *Modern Arabic Literature* (New York: Cambridge University Press, 1992, p. 89.

[১৮] খালীল মুতরান, *দীওয়ানুল খালীল* (মিসর: দারুল হিলাল, ১৯৪৯), খ. ২, পৃ. ৩২৬।

[১৯] *দীওয়ান*, খ. ১, পৃ. ২২০।

[২০] *শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ১০০।

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

[২২] M.M. Badawi *lbid,* P. 74.

[২৩] খালিল মুতরান, *দীওয়ান*, ১ম খন্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৭), পৃ. ১৪৪।

[২৪] Al-Jayyusi, *A Short History of Modern Arabic Literature* (New York: Ozford University Press, 1993), p. 55.

[২৫] আব্দুল লতিফ শারারা, *খালিল মুতরান* (বৈরূত: দারুল হিলাল, ১৯৪৯), পৃ. ২৭।

[২৬] Al-Jayyusi, *lbid,* P. 55.

[২৭] আব্দুল লতিফ শারারা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

[২৮] *দীওয়ান*, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭।

[২৯] *আরব মনীষা*, পৃ. ১৭৯।

[৩০] *দীওয়ান*, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৭-৯৯।

[৩১] *দীওয়ান*, ২য় খন্ড, পৃ. ৩।